لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ : ৩০শে সেপ্টেম্বর : ১৯৬৩ সন : ১০ম সংখ্যা

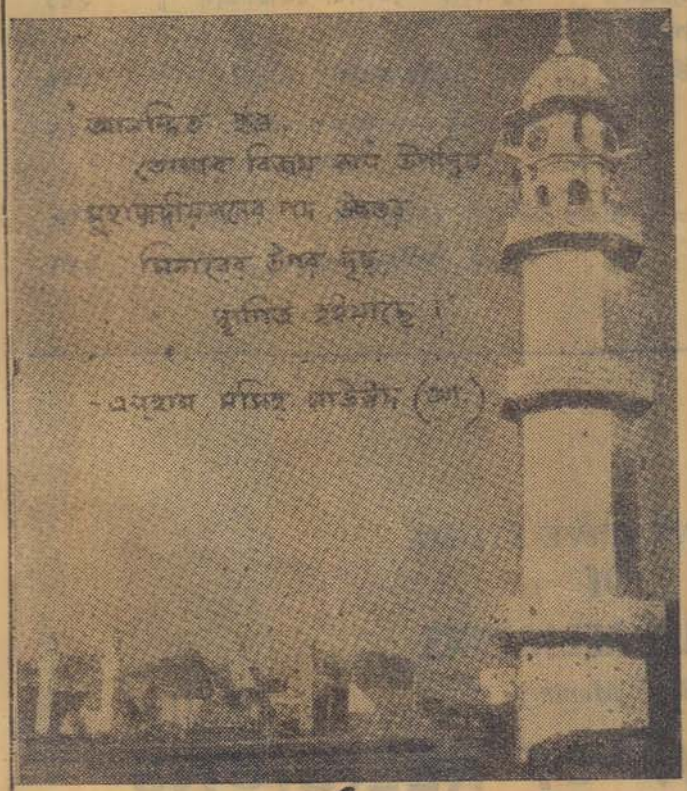

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্-তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

১০ম সংখ্যা
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	২২৫
॥ হাদিস	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌	২২৬
॥ একটি ঘটনা যাহাতে ঈমান বাড়ে	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	২২৮
॥ ভালবাসা	॥ মোহাম্মাদ ফজলুল করীম	২২৯
॥ হযরত খলীফাতুল মসিহ্‌ সানী (আঃ)-এর তাজা পয়গাম	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	২৩১
॥ মৎছদী সাহেব সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত	॥ আবু আহ্‌মদ তবশির চৌধুরী	২৩৪
॥ হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৩৭
॥ পরকাল	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	২৩৮
॥ ঈশ্বর পুত্র যীশু	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	২৪৭

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

পাক্ষিক

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
وعلی عبده المسیح الموعود

আহমদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ৩০শে সেপ্টেম্বর : ১৯৬৩ সন : ১০ম সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বাকারাহ্

চতুস্ত্রিংশ রুকু

২৬০। অথবা (তুমি কি দেখিয়াছ কাহাকেও) ঐ ব্যক্তির মত যে এমন এক শহর দিয়া গিয়াছিল যাহার (ঘর বাড়ির) ছাদগুলি পড়িয়া গিয়াছিল এবং (উহা দেখিয়া সে) বলিয়া উঠিয়াছিল, "ধ্বংসের পর ইহাকে আল্লাহ্ আবার কবে আবাদ করিবেন।" তখন আল্লাহ্ তাহাকে (স্বপ্ন যোগে) একশত বৎসর মৃত্যু দিয়া রাখিলেন; আবার তিনি তাহাকে উঠাইলেন, এবং বলিলেন, "(হে আমার দাস) কতক্ষণ পর্যন্ত তুমি

(স্বপ্নে মরা অবস্থায়) ছিলে?" সে (উত্তরে) বলিল, "আমি (তদবস্থায়) একদিন অথবা দিনমানের কিছু অংশ ছিলাম।" (তখন আল্লাহ্-তা'লা) বলিলেন, "না, তুমি (উক্ত অবস্থায়) একশত বৎসর ছিলে। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাইয়া দেখ। ঐগুলি পচিয়া যায় নাই। তোমার গাধার দিকে তাকাইয়া দেখ (সব ঠিক আছে)। এবং (আমরা এই জন্য এরূপ করিলাম) যেন আমরা মানব জাতির জন্য তোমাকে এক নিদর্শন করিতে পারি। এবং ঐ হাড়গুলির দিকে তাকাইয়া দেখ। কি ভাবে আমরা উহাদের জোড়া লাগাইয়াছি এবং মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছি।" এবং যখন বিষয়টি তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল, সে বলিল, "আমি বুঝিলাম আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা তিনি করিতে পারেন।".

২৬১। এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহিম বলিলেন, "হে আমার প্রভু! তুমি কি ভাবে মৃতকে জীবিত কর তাহা আমাকে দেখাও।" তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস আন নাই?" তিনি (ইব্রাহিম) বলিলেন, "হাঁ (আনিয়াছি,) কিন্তু আমার চিত্ত-শান্তির জন্য (আমি এই দাবী জানাইয়াছি)।" তিনি (উত্তরে) বলিলেন, "চারিটি পাখী লও এবং পোষ মানাও। পরে প্রত্যেককে এক এক পাহাড়ে রাখিয়া উহাদেরকে ডাক দাও। তাহারা দ্রুতবেগে তোমার দিকে চলিয়া আসিবে। এবং অবহিত হও যে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।

ক্রমশঃ

হাদিস

মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

النار فالتى يقول انها الجنة هى النار وانى انذركم كما انذر نوح قومه (بخارى-ومسلم)

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبى قومه انه اعور وانه يجيء بمثل الجنة

"হযরত আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা সতর্ক হও আমি দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিব যাহা অন্য কোন নবী স্বীয় জাতিকে বলিয়া যান নাই। দাজ্জাল কানা হইবে। এবং দাজ্জাল তাহার সহিত বেহেস্ত এবং দোযখের অনুরূপ আনিবে, যাহাকে সে বেহেস্ত বলিবে উহা দোযখ হইবে ; এবং আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, যে ভাবে নূহ (আঃ) অপন স্বজাতিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।" (বোখারী, মুসলিম)

কানা দাজ্জাল সম্পর্কে আমরা পূর্বে বর্ণিত হাদিসে কিছু আলোচনা করিয়াছি, পুনরায় আবার পরবর্তি হাদিসে কিছুটা আলোকপাত করিব। এখানে আঁ-হযরত (দঃ) দাজ্জাল কানা হইবে ইহা ব্যতীত আরও একটা কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সম্পর্কেই দুই একটি কথা বলিব। এই হাদিসে রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন দাজ্জাল 'বেহেস্ত এবং দোযখের অনুরূপ আনিবে।' ইহা যেরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা বেহেস্ত ও দোযখের অনুরূপ আনয়ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই এই কথাটি তাবিলযুক্ত। পূর্বেকার ভাষ্যকারকগণও এই কথাই বলিয়াছেন যে, 'ইহা ধোকাও হইতে পারে এবং পরিনামের দিক দিয়াও হইতে পারে'। আমরা দাজ্জাল শব্দের আভিধানিক অর্থেরও বিষয়টি বলিয়া আসিয়াছি, আরবি ভাষায় দাজ্জাল উহাদিগকে বলে যাহারা বহু মিথ্যাভাষী, ধোকাবাজ, যাহারা সাজান কথা দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করিয়া সত্য বিষয়টিকে সন্দিগ্ধ করিয়া ফেলে এমন জাতিকেই দাজ্জাল বলে। এই হিসাবে খ্রীষ্টান জাতিই যে, দাজ্জাল কোন সন্দেহ নাই, এই জাতি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, মানব জাতির সামনে ত্রিত্ববাদ এবং প্রয়াশ্চিত্তবাদকে এরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে যাহাতে মনে হয় যেন উহাই বেহেস্ত। কিন্তু আঁ-হযরত (দঃ) বলিয়াছেন নিশ্চয়ই উহা বেহেস্ত নহে, উহার পরিণাম দোযখ হইবে। তোমরা সতর্ক থাকিও দাজ্জালের ফাঁদে পা দিও না। আঁ-হযরত (দঃ) যেরূপ বলিয়াছেন বাস্তবিকই তাহাই হইয়াছে। এই খ্রীষ্টান জাতি অফিস আদালত আইন কানুন এবং উলংগ সভ্যতা ইত্যাদির মধ্য দিয়া যে সকল মিথ্যা আয়েশ আরাম স্বর্গ সুখ নামে এই দেশের মানুষের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছে ; সত্য সত্যই আজ উহা বাস্তবে দোযখ দেখা দিয়াছে, আজ দুনিয়ার মোহে যাহারা অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সত্যিকারের দোযখ তাহারাই ভোগ করিতেছে। যতই আরাম আয়েশের উপকরণ বৃদ্ধি পাইতেছে ততই মানব জাতির মৌলিক সুখ সুবিধা উধাও হইতে চলিয়াছে। মানুষের মৌলিক আবশ্যকীয় বস্তু দুর্মূল্য হইয়া মানব-জগতে এক হাহাকার দেখা দিয়াছে।

মানব জাতির রিক্ততার ক্রন্দন রোল আকাশ বাতাশকে মুখরিত করিয়াছে। দাজ্জাল বাহির হওয়ার ফলেই আজ মুসলমান জাতি হৃত-সর্বস্ব ও বিধস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় নবী করীম (দঃ)-এর ভবিদ্বাণীগুলির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া এবং আল্লাহ্‌র কালামকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া দাজ্জাল ও ইমাম মাহদী মসিহে মাউদ (আঃ) সম্পর্কে কাঠমোল্লাগণ যে উদ্ভট আরব্য উপন্যাসের গল্পের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কোরআন, হাদিস ও বিবেক বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৩

একটি ঘটনা যাহাতে ঈমান বাড়ে

মৌলবী মোহাম্মাদ

একদা যখন হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) লাহোরে আগমন করিতেছিলেন, তখন হযরত বাবু গোলাম মোহাম্মাদ সাহেব ফোরম্যান লাহোরী, হযরত মিয়া আবদুল আজিজ মোগল প্রমুখাৎ কতিপয় যুবক পরামর্শ করিলেন, অপরাপর সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতারা যখন লাহোরে আগমন করেন তখন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের যুবকগণ ঘোড়ার পরিবর্ত্তে নিজেরা নেতাগণের গাড়ি টানিয়া আনে। আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে যে নেতা দিয়াছেন তিনি কত বড় মর্যাদা বিশিষ্ট মহাপুরুষ। তাঁহার সম্মুখে বড় বড় বাদশাহও তুচ্ছ। সুতরাং আজ ঘোড়ার পরিবর্তে তাঁহার গাড়ি আমরা টানিয়া আনিব। তদনুযায়ী তাহারা গাড়ওয়ানকে বলিলেন, "তোমার ঘোড়া খুলিয়া লও। আজ আমরা গাড়ি টানিব।" গাড়ওয়ান তাহাই করিল। হযরত যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়া কোথায়?" তখন উপরোক্ত যুবকগণ বলিলেন, "হুজুর! অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাগণ যখন আসেন তখন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের যুবকগণ আপন নেতার গাড়ি টানিয়া থাকে। আজ আমরা হুজুরের গাড়ি টানিবার সৌভাগ্য অর্জন করিতে চাহি।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "অবিলম্বে ঘোড়া যুড়িয়া ফেল। মানুষকে পশু করিবার জন্য আমি জগতে আসি নাই। পরন্তু পশুকে, মানুষ গড়িবার জন্য

আমি আসিয়াছি। আল্লাহ্-তা'লা প্রেরিত মসিহ্ (আঃ)-এর চিন্তা কত পবিত্র। অনেকে আছেন যাহারা পশুর পরিবর্ত্তে মানুষে তাহাদিগের গাড়ি টানায় আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) পশু প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষকে সত্যকার মানুষ গড়িতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি মনুষত্বের হানিকর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানবতার মর্যাদাকে কায়েম করা পছন্দ করিয়াছিলেন।

(হায়াতে তাইয়েবা হইতে)

ভালবাসা

মোহাম্মাদ ফজলুল করীম

কাহারও সন্তান হারাইয়া গেলে মায়ের কি অবস্থা হয় তাহা তোমরা হয়ত জানিয়া থাকিবে। কোন অবস্থাতেই মা তখন স্থির থাকিতে পারেন না। সন্তান বিচ্ছেদ এক মুহূর্তও তাঁর বরদাশ্‌ত হয় না। হারান বাচ্চাকে খোদার অনুগ্রহে ফিরিয়া পাইলে মায়ের যে কত আনন্দ হয় তাহা কেহ অনুমান করিতে পারে না। খুশীতে তখন মায়ের প্রাণ ভরপুর হইয়া যায়; সন্তানকে বার বার বুকে জড়াইতে থাকে এবং ঘন ঘন তার মুখে চুমো দেয় এবং তাকে বলে, "চাঁদ আমার! কোথায় গিয়েছিলি? আমার সবকিছুই যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি তোর জন্য কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তুই এসেছিস্, তাই শান্তি। তা না হলে না জানি আমার অবস্থা কি হত। দুনিয়া আমার জন্য বিষ হয়ে যেত। আমি আর বাঁচতাম না। আল্লাহ্ তোকে রক্ষা করুন। মাণিক আমার—আর তুই যাসনা" ইত্যাদি।

এরূপ করিবার কারণ এই যে, সন্তানের জন্য মায়ের ভালবাসা অপরিসীম এই বিষয়ে একটি সত্য ঘটনা আছে। এক সময় কোন স্ত্রীলোকের একটি সন্তান হারাইয়া গিয়াছিল। ইহাতে দুঃখীনি মায়ের যে কি অবস্থা হইয়াছিল

তাহাই আজ তোমাদিগকে বলিতেছি। খুব মনোযোগ দিয়া শুনো।

আমাদের রসুলে মকবুল সাল্লাহ্‌আলায়হে ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধের সময় একটি স্ত্রীলোককে পাগলিনীর মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহার একটি ছেলে কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল। পথে কোন বাচ্চা দেখিলেই নিজের মনে করিয়া সে কোলে উঠাইয়া লইত। পরে যখন বুঝিতে পারিত যে, এটি তাহার ছেলে নয়, তখন তাহাকে মাটিতে নামাইয়া দিত। কখনও এদিক কখনও সেদিক এই ভাবে সে চলিতেছিল। মনে হইতেছিল যে, স্ত্রীলোকটি চোখে কিছুই দেখিতে পায় না। এমনি ভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে যখন আপন সন্তানকে দেখিতে পাইল তখন সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইল। বার বার তাহাকে আদর ও সোহাগ করিতে লাগিল। খুশীতে মায়ের প্রাণ তখন ভরিয়া গেল। মনে হইতেছিল, স্ত্রীলোকটি তার ছেলের জন্য যেন সব কিছুই দিতে প্রস্তুত।

রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হেওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবাগণ (রাঃ) এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি সাহাবাগণ (রাঃ)-কে বলিলেন, "তোমরা দেখিয়াছ যে, সন্তানের তালাসে স্ত্রীলোকটি কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল এবং তাহাকে ফিরিয়া পাইবার পর সে এখন কত খুশী হইয়াছে?" সাহাবাগণ (রাঃ) জবাব দিলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ! সত্যি সত্যিই এই স্ত্রীলোকটী তার ছেলেকে পাইয়া অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছে।" রসুলুল্লাহ তখন বলিলেন, "তোমরা ভালরূপে ইহা স্মরণ রাখিও যে, এই স্ত্রীলোকটি তাহার হারান সন্তানকে ফিরিয়া পাওয়ার পর যেরূপ খুশী হইয়াছে, আল্লাহ্‌-তা'লা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী খুশী হন যখন কোন গুণাহ্‌গার বান্দা তার কৃত সমুদয় পাপ হইতে তওবা করিয়া আল্লাহ্‌-তা'লার দিকে ফিরিয়া আসে।

রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কথা হইতে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌-তা'লার ভালবাসা কত গভীর। আমাদের পিতামাতার চেয়েও তিনি আমাদিগকে অধিক ভালবাসিয়া থাকেন।

আমরা দেখিতে পাই, মা যেমন আপন সন্তানকে ভালবাসেন, তদ্রূপ সন্তানও সকলের চাইতে মাকে বেশী ভালবাসিয়া থাকে। যে কোন অবস্থাতেই তাহাকে মায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রয়োজনের সময় বা ভয় পাইলে মায়ের আশ্রয় ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না। এক কথায়—শিশু মা ছাড়া জগতে আর কাহাকেও বেশী আপন জানে না।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ যে, আল্লাহ্‌-তা'লা যখন আমাদিগকে আমাদের পিতামাতা হইতে

অধিক ভালবাসেন, সে অবস্থায় আল্লাহ্-তা'লাকে আমাদের কত বেশী ভালবাসা উচিত।

সুতরাং, আল্লাহ্-তা'লাকে দুনিয়ায় সকলের চেয়ে বেশী মহব্বত করা আমাদের কর্ত্তব্য। আল্লাহ্-তা'লাকে ভালবাসার অর্থ হইল—আন্তরিকতা ও আনন্দের সহিত তাঁহার এবাদত করা এবং তাঁহার সকল আদেশ মানিয়া চলা।

আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে তৌফিক দিন যেন, আমরা সকল অবস্থাতেই তাঁহার প্রেম ও সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি। আমীন।

(আনসারউল্লাহ্ অবলম্বনে)

জমাতের বন্ধুগণের নিকট সৈয়েদেনা হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সানী (আইঃ)-এর তাজা পয়গাম

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

আমাদের জমাতের প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্যেশ্য এই যে, আমরা ইসলামকে সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তার দিব। ইসলামের প্রচারের কর্তব্য এরূপ প্রবল আকারে সম্পন্ন কর যেন পৃথিবীর প্রতি কোন হইতে لا اله الا الله محمد رسول الله কলেমা প্রতিধ্বনিত হয়।

জমাতের ভ্রাতাগণ!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

আমি বার বার আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আসিতেছি যে, আমাদিগের জমাতের

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمان الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ-هو الناصر

প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ইসলামকে সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তার দেওয়া এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহিমা পৃথিবীর কোনে কোনে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু, আমি দেখিতেছি যে, এখন পর্যন্ত জমাত এবিষয়ে আপন কর্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করে নাই। ইহার ফলে খ্রীষ্টানগণ ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদিগের আক্রমণকে সতেজ করিয়া দিয়াছে। তাহারা ইহার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিতেছে। কিন্তু যে নবীর মুখে আল্লাহ্-তা'লা এই বাণী দিয়াছিলেন যে,

يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

অর্থাৎ, হে মানবগণ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রসুল রূপে প্রেরিত হইয়াছি। এবং যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছিলেন যে,

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

অর্থাৎ, "তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উম্মত যাহাকে সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করা হইয়াছে; তোমরা পুণ্য-কর্মের প্রসার কর এবং মন্দ কর্ম হইতে মানুষকে বিরত কর" সেই নবীর অনুগামী মুসলমান হইবার দাবীদারগণ শৈথিল্য ও উদাসিনতার কবলে পড়িয়াছে। অপরকে দোষ দিয়া কি লাভ? যদি আপনারাই নিজেদের কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করিতেন, তাহা হইলে আমার মনে হয় সারা দুনিয়ায় রসুলের (সাঃ) বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের জন্য আজ একটি লোকও দৃষ্টি পথে পড়িত না। পরন্তু, সারা দুনিয়ায় আজ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইত এবং সকলের অন্তর মোহাম্মাদী মোহর অঙ্কিত হইত এবং সেই পবিত্র পুরুষকে গালি দেওয়ার পরিবর্তে সকলে তাঁহার উপর দরুদ পাঠ করিত এবং সালাম দিত। এখনও সময় আছে। তোমারা নিজেদের শৈথিল্যের প্রায়শ্চিত্ত কর, এবং নিজ নিজ আলস্য পরিহার করিয়া সেই দরজার দিকে ধাবমান হও; সেখানে ছাড়া তোমাদের কোথাও আশ্রয় নাই। তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অটল অঙ্গিকার কর যে, তোমরা নিজেদের জান মাল এবং প্রত্যেক বস্তু ইসলামের প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং পবিত্র কর্তব্য পালনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ কর। ইহাই খাঁটি এবং একমাত্র উত্তর যাহা আমাদের তরফ হইতে অমুসলমানগণকে দেওয়া যাইতে পারে।

এ কথা স্মরণ রাখিও যে, আমাদিগের উচ্চাঙ্গের বেশভুষা এবং বড় বড় সম্পত্তির মধ্যে আমাদিগের সম্মান নিহিত নহে। চুয়াড়-চণ্ডালেও এরূপ বেশভূষা পরিয়া থাকে এবং বড় বড় সম্পত্তি অর্জন করিয়া থাকে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শিক্ষার ছাঁচে আমাদিগের জীবন গঠন করার মধ্যে এবং দিবারাত্রি তাঁহার বাণী প্রচারের মধ্যে আমাদিগের সম্মান নিহিত রহিয়াছে।

আমাদিগের চেহারা দেখিয়া লোক যেন বলিয়া উঠে যে, ইহারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পুত্র। তাহাদের সম্মুখে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) -এর উপর আক্রমণ করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। শত্রু এইজন্য আক্রমণ করে যে, তাহারা মনে করে যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) (নাউজুবিল্লাহ্) অপুত্রক। কিন্তু, তাহারা যদি জানিতে পারে যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর লক্ষ লক্ষ পুত্র দুনিয়ায় বর্তমান এবং যদি তাহারা জানে যে, আমরা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কে আমাদিগের সারা মন ও প্রাণ দিয়া ভালবাসি এবং আমাদিগের দেহের বিন্দু বিন্দু পবিত্র আত্মাগণের সরদারের (সাঃ) জুতার তলের মৃত্তিকার জন্যও উৎসর্গ রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদিগের কি ক্ষমতা যে, তোমাদের মোকাবেলায় আসে।

অতএব, তোমরা নিজদিগকে তবলীগের জন্য উৎসর্গ কর এবং ইসলামের প্রচারকে প্রাধান্য দাও। যাহারা রসুল করীম (সাঃ)-কে গালি মন্দ বলে; তাহারা যেন তাঁহার উপর দরুদ এবং সালাম পাঠ করে। মক্কা-বাসীদের গালী-মন্দের কি ভাবে অবসান ঘটিয়াছিল? ইসলাম গ্রহণের ফলে তাহারা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করিয়াছিল। এখনও প্রতিকারের সেই ব্যবস্থাই রহিয়াছে, এবং এই পন্থার দ্বারাই প্রত্যেক সত প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলামের সৌন্দর্যের গুণ গ্রাহী হইয়া যাইবে। প্রত্যেক দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলমানদের বর্দ্ধমান শক্তি দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িবে।

আমি আশা করি সমস্ত জমাতের আমীর ও সেক্রেটারী এই আহ্বান পৌঁছিবা মাত্র নিজ নিজ এলাকার আহ্‌মদীগণকে ইহাতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিবেন এবং সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া এই কাজের ইন্তেজাম এবং তত্ত্বাবধান করিবেন এবং অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য সময় উৎসর্গ করিবার দাবী জানাইবেন। প্রত্যেক আহমদীকে বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে এক সপ্তাহ অমুসলমানদের মধ্যে তবলীগ করার জন্য ওয়াক্‌ফ করা চাই। অবশ্য ইহার জন্য আমাদিগকে সুদীর্ঘ কুরবানী করিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ইহাই কুরবাণীর রাত যাহা তাহাদের জন্য এক নির্মল আনন্দের দিনের উদয় করিবে; এবং পৃথিবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বারা পুনরায় জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে আরম্ভ করিবে। কারণ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দুনিয়ার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লা আকাশ হইতে সাক্ষ্য দিতেছেন যে:

يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و
للرسول اذا دعاكم لما يحييكم

অর্থাৎ "হে মোমেনগণ! আল্লাহ্ এবং রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদিগকে জীবন-দান করিবার জন্য ডাক দেন।" অতএব,

দুনিয়ার জীবন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাণী গ্রহণ করার মধ্যে নিহিত এবং আমাদের কর্তব্য যে, আমরা ধর্মের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম প্রচারের কাজ এরূপ উদ্যমের সহিত আরম্ভ করি যেন পৃথিবীর প্রতি কোন হইতে

لا اله الا الله محمد رسول الله

কলেমার প্রতিধ্বনি আসে। আল্লাহ্-তা'লার নিকট দোয়া করি, যেন তিনি তোমাদিগকে এই কর্তব্য পালনের সত্যকার সমর্থ দান করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকা সকল পতাকার উপর উড্ডিন থাকে।

ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার
মীর্যা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসিহ্
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ খ্রীঃ

মওদুদী সাহেব সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

আবু আহমদ তবশির চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বিশিষ্ট আলীম মৌলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ বলেন,[11] যারা জন্ম নিল প্রেম, প্রীতি ও ইনসাফের দ্বারা বিশ্বের সকল কাফিরকে মোমিন করার জন্য তারাই ফতোয়ার তরবারীর দ্বারা নিজেকে ছাড়া সকল মোমিনকে কেটে ছেটে করে দিল কাফের। এই কাফের হন্তাই হবে, বিনা বিচারে বেহেস্তের মালীক এবং এই কাফেরের হাতে নিহত হলেই হবে 'শহীদ'। এই মতবাদের বিষময় বেদনাময় স্মৃতিতে ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলংকিত হয়ে আছে! এরই এক ঘৃণ্য নযীর পাঞ্জাব দাঙ্গা; সহস্র সহস্র নরনারী ও মাছুম বাচ্চার খুনে কলঙ্কিত হল পাঞ্জাবের মাটি। এই হত্যাকাণ্ডের হোতা, এই বলীর পুরোহিত কোন সে 'মহামানব'—আমীরে জমাতে ইসলামী

মওলানা মওদূদী নয় কি? কাজেই মওলানা মওদূদীর ইসলামের ভিত্তি হিংসার উপর না বলে, বলতে হবে কি প্রেম ক্ষমার উপর? আমরা পবিত্র কোরআনের অনুসারী হিসাবে বিশ্বাস করি; "লা ইকরাহা ফিদ্দিন" (ধর্মে জোর জবর দস্তি নাই), "লাকুম দীনুকুম ওলীয়াদীন" (তোমার ধর্ম তোমার জন্য আমার ধর্ম আমার জন্য) "ওলাতাকুলু লেমান আলা এলায়কুমুছ সালামা লাসতা মোমেনা" (যে তোমাকে সালাম দেয় তুমি বল না যে, সে মোমিন নয়) কাজেই আমরা বিশ্বাস করি ইসলামের দাবীদার বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষই মোমিন। সেই হেতু আমাদের ইসলামের ভিত্তি মহব্বতের।—পাকিস্থান সংগ্রামে সাধারণভাবে ওলামায়ে কেরাম বিরোধী ক্যাম্পে ছিলেন। এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে কোরান ও হাদিস হ'তে তাঁরা ফতোয়ার পর ফতোয়া খয়রাত করতে কসুর করেন নি! এই প্রখ্যাত মওলানা মওদূদীও তাঁদেরই একজন।" (আমার ইসলাম ও মওলানা মওদূদীর ইসলাম —দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ মার্চ, ৫৮ ইং)।

(১১)

পাকিস্থানের তদানিন্তন প্রধান বিচারপতি মোহাম্মাদ মুনীর ও বিচারপতি মরহুম এম, আর, কায়ানী বলেন, "দুনিয়াদারীর কারণে গোলযোগে দায়ী হওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রত্যেককেই জোর করে বলতে হয়েছে যে, দাবী গুলি ধর্মীয়। মামলার এই দিকটায় আহরার এবং জমাতে ইসলামীর মতে প্রধান দলগুলি এবং কোন কোন আমলে যারা আগে জাতীয়তাবাদী এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিশ্বাস করতেন এবং ভারত বিভাগ ও মুসলীমলীগের বিরোধীতা করেছিলেন, তাঁরা রীতিমতো বিব্রত বোধ করেছেন। তাঁদের আগেকার বাক্যালাপের সংগে এই ধর্ম-উদ্ভূত দাবী দাওয়া খাপ খাওয়ানো মুশকিল; কারণ 'ধর্মভিত্তিক মতবাদত' আর স্থান কাল ভেদে আলাদা হতে পারেনা।..... জমাতে ইসলামীর নেতা মওলানা আবুল আলা মাওদূদীর মত ছিল যে, যদি নতুন মুসলীম রাষ্ট্র কোনো কালে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে তার শাসন ব্যবস্থা একত্রাত্র ধর্ম নিরপেক্ষই হতে পারে। ... বলিষ্ঠ এবং সুস্পষ্ঠ চিন্তাধারার এই অভাবের ফলেই পাকিস্থানে আজ এমন একটা কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে যা বার বার পাঞ্জাব দাংগার মতো অবস্থার সূচনা করবে যদি আমাদের নেতারা তাঁদের লক্ষ্য এবং উপায় সুস্থির না করেন। নেতাদের সাহায্য না পেলেও ইসলাম বেঁচে থাকবে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, আল্লাহ্‌র আদেশই যদি কোনো লোককে মুসলমান রাখতে না পারে তবে তাদের হাতে গড়া আইনও পারবে না।" মওলানা আমিন আহসান ইসলাহীর সাক্ষ্য যদি জমাতে ইসলামীর সঠিক মত বলে ধরা যেতে পারে, তবে এই 'আইডিয়ার' উপর ভিত্তি করে

গড়া (পাকিস্থান) রাষ্ট্র হবে শয়তানের সৃষ্টি। তাঁর এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় জমাতের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুলআলা মওদুদীর কয়েকটি লেখা থেকে।" (১৯৫৩ সালের পাঞ্জাবের গোলযোগ সম্পর্কিত অনন্ত আদালতের রিপোর্টের (বাংলা) সংক্ষিপ্তসার ২৪, ৩৪, ৫৬ এবং ৩৬ পৃঃ)

(১২)

লাহোরের দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্‌ত বলেন, "জমাতের নেতা তোফায়েল মহাম্মাদ সাহেব আমীরে জমাত মওদূদী সাহেবের নির্দেশে স্বীয় জমাতের সদস্য দিগকে যে লিখিত হেদায়েত দিয়াছেন তাহা এই যে, পাকিস্থান সরকার একটি অনৈসলামিক গভর্ণমেণ্ট। সুতরাং ইহার নিয়মিত সৈন্য বাহিনী এবং রিজার্ভ আর্মিতে ভর্তি হওয়া হারাম। এইরূপ অসংখ্য চিঠি জমাতের পক্ষ হইতে লিখিত হইয়াছে। সরকার এই সমস্ত চিঠি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। বোধ হইতেছে যে, সৈন্যদের মধ্যে বিশেষত: অফিসারদের মধ্যে জমাতে ইসলামী কিছুদিন যাবত এইরূপ প্রচারণার কার্য করিয়া যাইতেছিল, যাহা সৈন্য বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতার পক্ষে নি:সন্দেহে ঘোর বিপজ্জনক ছিল।" (নওয়ায়ে অক্‌ত, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৮ ইংরাজী)।

জমাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব মওদূদী যিনি এক কালে ইসলামের দোহাই দিয়া দশ কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবী পাকিস্থান আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন সেই 'বীর মোজাহেদ' পুনরায় ইসলামের নামে পাকিস্থানের রাজনৈতিক আসর জমাইবার জন্য দলবল সহ উঠিয়া লাগিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তিনি পাকিস্থান আন্দোলনকারীদিগকে 'আহমকের বেহেস্তের অধিবাসী' আখ্যা দিয়াছিলেন। (তর্জুমানুল কোরআন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬, ১৫৫ পৃঃ)

কিন্তু আজ কি করিয়া এত সহজে তিনি পাকিস্থানের দরদী সাজিয়াছেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। কায়েদে আজমের নেতৃত্বে যদি মুসলমানগণ সেই দিন একত্রিত না হইয়া অখণ্ড ভারতের দাবীদার মওদূদী সাহেবের অনুসরণ করিত তাহা হইলে পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমানের আজ কি দশা হইত তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। দিল্লীর অধিবাসী মওদূদী সাহেব 'আহমকের বেহেস্ত' পাকিস্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। অখণ্ড ভারত হইলে আজ কোথায় দাঁড়াইয়া মুসলমানগণ জনাব মওদূদী ও তাঁর পার্টিকে ভোট দিয়া নেতা বানাইত তাহা তিনি বলিয়া দিবেন কি ?

———

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

অনুবাদক—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

খোদা-তালার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান

সকল সৌভাগ্যের ভিত্তি খোদাকে চিনিবার উপর স্থাপিত। একটি মাত্র বস্তু আছে যাহা কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানী প্রেরণাকে প্রতিরোধ করে। উহাকে খোদা-তা'লার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান (কামেল মা'রেফাত) বলা হয়। উহার দ্বারা খোদার অস্তিত্ব এবং তিনি যে সর্বশক্তিমান এবং কঠোর শাস্তিদাতা তাহা জানা যায় ইহাই একমাত্র ব্যবস্থাপত্র যাহা মানুষের উদ্ধত জীবনের উপর ভস্মকারী বিদ্যুৎপাত করে। অতএব, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না آمنت باللہ অর্থাৎ "আমি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস আনিয়াছি বলার সীমা অতিক্রম করিয়া عرفت باللہ অর্থাৎ আল্লাহ্র পরিচয়ের ঘাটিতে পা না রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাপ হইতে আত্মরক্ষা করা তাহার জন্য অসম্ভব। আল্লাহ্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে এবং তাঁহার গুণাবলির উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করিলে যে, আমরা পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব, ইহা এক সত্য যাহাকে আমরা কোনরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ইহার সাক্ষ্য যে, মানুষ যে বস্তুকে ভয় করে, সে তাহার নিকটেও যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি জানিতে পারে যে, সর্পদংশন করিলে দংশিত ব্যক্তি মরিয়া যায়, তখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহার মুখে নিজের হাত দেওয়া দূরে থাক—সেই লাঠির নিকট যাওয়াও পছন্দ করিবে কি, যাহা দিয়া কোন বিষাক্ত সাপকে মারা হইয়াছে?

(আল-হাকাম, জিল্দ ৫ পৃঃ ৪৫)

যে তোমার সহিত মন্দ ব্যবহার করে তাহার সহিত তুমি ভাল ব্যবহার করিও তাহা হইলে সকলের উপর জয়লাভ করিতে পারিবে। কাহারো ঐশ্বর্যে ঈর্ষা করিও না, তাহাতেই শান্তিলাভ হইবে। বন্ধুলাভ করিতে চাহিলে স্বার্থপর হইও না।

—ইমাম গাজ্জালী (রাঃ)

পরকাল

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ্-তা'লার রাজ্যে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই

এযাবৎ কেয়ামত, পুনরুত্থান ও পরকাল সম্বন্ধে ভৌতিক উত্থানে বিশ্বাসীদিগের ধর্মমত পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে, উহা সত্য হইলে পদে পদে আল্লাহ্-তা'লার সমস্ত আইন কানুন চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়। ইহকাল ও পরকালে এবং জড় ও আধ্যাত্মিক জগতে খিঁচুড়ি পাকাইয়া যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, উহাকে না ইহকাল বলা যায়, না পরকাল। কেয়ামত হইতে আরম্ভ করিয়া বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত বিষয় বস্তুগুলি এরূপ আজগুবি হইয়া পড়ে যে, ঠাকুরমার ঝুলির গল্পও উহার নিকট লজ্জায় মুখ লুকাইতে বাধ্য হয়। নিয়ম ভাঙ্গার নিয়ম আল্লাহ্-তা'লার রাজ্যে কোথাও পাওয়া যায় না এবং তাঁহার বিধানেও ইহার স্থান নাই। আল্লাহ্-তা'লার রাজ্যে কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেনঃ

و لن تجد لسنة الله تبديلا

অর্থাৎ "আল্লাহ্-তা'লার নিয়মে তোমরা কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না।"

(সুরা আহজাব, ৮ম রুকু)

ما ترى في خلق الرحمن من تفوت - فارجع البصر - هل ترى من فطور - ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير -

অর্থাৎ "রহমানের সৃষ্টিতে তুমি কোথাও অসংগতি দেখিতে পাইবে না। সুতরাং তুমি ভাল করিয়া আঁখি ফিরাইয়া দেখ। কোথাও কি কোন ত্রুটি তোমার নজরে পড়ে? বার বার দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখ। তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া তোমার নিকট বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিবে।" (সুরা মুল্‌ক—১ম রুকু)

প্রগতিশীল মানুষ তাহার দৃষ্টি আজ বহির্জগতে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে, এবং প্রত্যেক জড় জগতের বিষয় ও বস্তুর মধ্যে চালনা করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার রাজ্যে তাহার দৃষ্টিতে কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম ও সৃষ্টির মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়ে নাই। মানুষ সকল প্রাণী ও জীবের মনস্তত্ত্বেরও গবেষণা করিয়া চলিয়াছে। সেখানেও সে কোন বৈষম্য ও ত্রুটি

দেখিতে পায় না। এমন সুন্দর নিয়মে রচিত আল্লাহ্-তা'লার রাজ্যে কেয়ামত, পুনরুত্থান ও বিচারের দিন সকল নিয়ম কানুন কি ভাবে-ভাঙ্গিতে পারে তাহা কি ভাবিবার কথা নহে ?

মানুষ মরিলে আর এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। মুসলমান-গণও এই বিশ্বাস রাখে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন :

انا لله وانا اليه راجعون

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র এবং তাঁহারই দিকে আমরা ফিরিয়া যাইব।"

(সুরা বকর—১৯ রুকু)

প্রত্যেক মুসলমান কাহারও মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে উক্ত আয়েত পড়িয়া থাকে। মরণে মানুষ আল্লাহ্-তা'লার দিকে চলিয়া যায় এবং তাহারই দিকে তাহার চিরস্থায়ী গতি উল্টাপথে আর মানুষ ফিরে না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তালা বলিয়াছেন :

الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها . فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى

অর্থাৎ "আল্লাহ্-তা'লা মানুষের আত্মা সমূহকে মৃত্যুর সময় এবং ঘুমের মধ্যে গ্রহণ করেন। এবং যাহাদিগের সম্বন্ধে মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন, তাহাদিগের আত্মাগুলিকে আটক করিয়া রাখেন এবং অন্যের (ঘুমন্ত ব্যক্তিগণের) আত্মাগুলিকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ছাড়িয়া দেন। (সুরা জুমার—৫ম রুকু)

আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন :

كل نفس ذائقة الموت ثم اليدا ترجعون

প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে ; তাহার পর আমাদিগের দিকে তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন হইবে।"

(সুরা আনকবুত—৬ষ্ঠ রুকু)

উপরে লিখিত পবিত্র কোরআনের আয়াত অতি স্পষ্ট। মানুষ মরিয়া পরলোকে, যেখানে আর মরণ নাই, সেইদিকে যায়।

পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন যে, মহাবিচারের দিনে পাপীগণ পুনরায় পৃথিবীতে ফেরৎ যাইবার আবেদন জানাইবে এবং প্রতিজ্ঞা করিতে থাকিবে যে, একবার পূর্ব জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিলে তাহারা আর মন্দ কাজ করিবে না।

পবিত্র কোরআনে লিখিত আছে :

لو ان لى كرة فاكون من المحسنين

অর্থাৎ "যদি আমি আবার (জগতে) ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি সৎকর্মশীলদের মধ্যে হইতাম।"

(সুরা জুমার—৬ষ্ঠ রুকু)

فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين

অর্থাৎ "যদি আমরা আবার (পৃথিবীতে) ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরা ঈমানদারদের শামিল হইতাম।"

(সুরা শুয়ারা—৫ম রুকু)

لو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين كما تبرأوا منا كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخرجين من النار

অর্থাৎ "যদি আমরা আবার (পৃথিবীতে) ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরা (দুষ্ট দলপতিগণকে) অস্বীকার করিতাম, যে ভাবে তাহারা (আজ) আমাদিগকে (সাহায্য করিতে) অস্বীকার করিয়াছে'। এই ভাবে আল্লাহ্ তাহাদিগের কর্মকে তাহাদিগের নিকট পরিতাপের আকারে দেখাইবেন, এবং তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইবে না (অর্থাৎ তাহাদিগের আশা পূর্ণ হইবে না)।"

(সুরা বকর—২০ রুকু)

পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি মহাবিচারের দিনে মানুষ জড় দেহ সহ এই পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসে তাহা হইলে উপরের আয়েতগুলির কি অর্থ হইবে?

এই পৃথিবীতেই জড়দেহ সহ মানুষের পুনরুত্থান হইলে পাপীদের পৃথিবীতে পুনঃপ্রেরিত হইবার আবেদনের কোন অর্থ হয় না এবং আল্লাহ্-তা'লারও তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফেরৎ না পাঠানর জবাবের কোন অর্থ হয় না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন :

وحرم على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون

"বিনষ্ট শহরের পুনরুত্থান (পুনঃ জীবিত হইয়া উঠা) হারাম করা হইয়াছে"

সুরা আম্বিয়া—৭ম রুকু)

উক্ত আয়েতে শহর বলিতে মুখ্যতঃ উহার অধিবাসীগণকে বুঝাইতেছে, কারণ অধিবাসী ছাড়া শহরের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

অতএব এই আয়েত অনুযায়ী বিনষ্ট দেশকে পুনরায় ধ্বংস পূর্বাকারে উঠান বা উহার অধিবাসীগণকে পুনঃ জড় দেহে জীবিত করা আল্লাহ্-তা'লার বিধানে হারাম। সুতরাং এই অমোঘ নিয়মের বিপরীত কেয়ামতের দিনে বিনষ্ট ও চূর্ণীকৃত পৃথিবী এবং আদিকাল হইতে উহার সকল অধিবাসী কি ভাবে বাঁচিয়া উঠিবে!

ভৌতিক উত্থান না সারা সৃষ্টির পলকে জড় দেহে মহাপুনর্জন্ম লাভ?

হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ব্যক্তির পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাহাদিগের মতে প্রত্যেকের পুনর্জন্ম পৃথক পৃথক সময় ঘটে। খ্রীষ্টানদিগের মতে মহাবিচারের দিনে বিশ্বের এই সচল সৃষ্টিতে যখন যীশুখ্রীষ্ট জগতবাসীর বিচারের জন্য স্বর্গ হইতে স্বশরীরে বায়তুল মোকাদ্দাসে অবতীর্ণ হইবেন তখন শুধু অতীতের মৃতগণের জড়উত্থান অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইবে। কিন্তু মুসলমানদিগের আলোচ্য মতানুযায়ী ইস্রাফিলের দ্বিতীয় তুর্য ধ্বনির সহিত বিনষ্ট সৃষ্টি আদ্যান্ত পলকে জড় আকারে জাগিয়া উঠিবে। এরূপ

হইলে আমাদিগকে মানিতে হয় যে পুনরুত্থান দিবসে সারা সৃষ্টির পলকে জড় আকারে মহাপুনর্জন্মলাভ ঘটিবে। এই মহাপুনর্জন্মের ধারণা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সকল জাতির পুনর্জন্মের ধারণাকে একেবারে ম্লান করিয়া দিয়াছে। জড়দেহে মানুষ আর জড়জগতে ফিরিবে না বলিয়া ইসলামী শরিয়তে পুনর্জন্মমতবাদের কোন স্থান নাই। অতএব অপরাপর জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের পুনর্জন্মমতবাদকে অস্বীকার করিয়া একজন মুসলমান সারা সৃষ্টির পলকে মহাপুনর্জন্মবাদে কি ভাবে বিশ্বাসী হইবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মতবাদ মুসলমানগণের মধ্যে প্রবল আকারে প্রচলিত। খ্রীষ্টানদিগের পুনর্জন্মের ধারণা ব্যাপকতায় হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের ধারণাকে ঢাকিয়া দিয়াছে এবং মুসলমানদিগের ধারণা সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। কেন এরূপ হইল? সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির যুগে জড়ের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া উহাকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু যখন সেই জাতির অধঃপতনের যুগ আসে তখন সেই জাতির নিকট একদিকে আধ্যাত্মিক জগত তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর এবং ম্লান হইতে অধিকতর ম্লান হইতে থাকে এবং অপরদিকে জড় তাহার নিকট মূল্যবান হইতে অধিকতর মূল্যবান হইতে থাকে এবং উহা তাহার দৃষ্টিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর আসনে উঠিতে থাকে। জাতি প্রথমোক্ত অবস্থায় প্রত্যেক বস্তুকে আধ্যাত্মিকতার তুলাদণ্ডে ওজন করে এবং শেষোক্ত অবস্থায় প্রত্যেক বস্তুকে জড় তুলাদণ্ডে ওজন করে। আধ্যাত্মিক মার্গে অধিষ্ঠিত জাতি আধ্যাত্মিকতা ও জড়কে তাহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়; কিন্তু আধ্যাত্মিকতা হইতে পতিত জাতি আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ জড়কেই সর্ব মূল্য এবং মর্যাদা দেয় এবং আধ্যাত্মিকতাকে মূল্যহীন মনে করে। তাই কালের চক্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি জাতির যখন আধ্যাত্মিক পতন ঘটে, তখন তাহারা প্রত্যেকে তাহাদিগের ধর্মের শিক্ষাকে ছাড়িয়া ও ভুলিয়া আধ্যাত্মিক পরকালকে জড় ইহকালের রূপ দিয়া কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া ততোধিক ভ্রমাত্মক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। মুসলমানগণের বেলায়ও এই ভ্রমের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাহারাও ইসলামের শিক্ষাকে ছাড়িয়া ও ভুলিয়া খ্রীষ্টানদিগের মহাবিচারের ভ্রান্ত ধারণাকে পূর্ব পশ্চাৎ প্রসারতা দিয়া এবং উহার মধ্যে দুই একটি শেরক ও অসামঞ্জস্যের সংশোধন করিয়া প্রবল আকারে নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করিয়া লইয়াছে। মৃত হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে জীবিত থাকা ও বিচারের জন্য শেষ যুগে স্বশরীরে বয়তুল মোকাদ্দাসে

অবতীর্ণ হইবার ভ্রান্ত খৃষ্টানী আকিদাকে গ্রহণ করিতে যাইয়া বয়তুল মোকাদ্দাসের ময়দানকে মহাবিচারের ক্ষেত্র হওয়ার খৃষ্টানী আকিদাকে নিজেদের বিশ্বাসের ছাঁচে ঢালিয়া যীশু খৃষ্টকে বাদ দিয়া খোদাকেই বিচারক রাখিয়াছে এবং সচল সৃষ্টির স্থলে বিনষ্ট সৃষ্টির পুনরুত্থান এবং জীবিত ও মৃতের জড় সমাবেশের স্থলে সকলে মরিয়া পুনঃ সকল মৃতের ভৌতিক উত্থানের সমাবেশ মানিয়াছে। সুতরাং পরকাল সম্বন্ধে মুসলমানদিগের প্রচলিত ধারণা প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্ত মুসলমানি ছাঁচে খৃষ্টানী ভ্রান্ত পরকালবাদ। ইহা যেন কতকটা নূতন বোতলে পুরাতন মদের প্রবাদের ন্যায়। এই দুই ভ্রান্তির গোঁজামিলে পরকাল সম্বন্ধে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আজ কোন অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে পবিত্র সুরা ফাতেহার শেষ আয়েতে দোয়া শিখাইয়াছেন, "আমাদিগকে ضالين অর্থাৎ পথভ্রান্ত (খৃষ্টানদিগের) পথে চালিত করিও না।" কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডন হইবার নহে। দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলমানগণ সেই সতর্ক করা পঙ্কিল পথেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছে।

সত্যই যদি মানুষের পুনঃ জড় উত্থান হয় তাহা হইলে পাঠক আসুন আমরা ইহার প্রকৃতিগত সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখি। এ প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, জড় মরণশীল এবং পরকাল অসীম। আমরা আরও আলোচনা করিয়াছি যে, একবার মরণের পর মানুষের আর দ্বিতীয় মরণ হইবে না। পরবর্ত্তি জীবনে সে অমর। মুসলমানদিগের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মানবকুল যদি পুনরুত্থান দিবসে সত্যই জড়দেহ লইয়া উঠে তাহা হইলে সেই দেহে মানুষ কি ভাবে অমর হইবে? জড় দেহ রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর অধীন। মরণের দিকে ধাবমান হওয়া জড়দেহের ধর্ম। যাহারা কবর হইতে আপন আপন দেহ লইয়া উঠিবে তাহাদিগের মধ্যে শিশু, বালক, যুবক ও বৃদ্ধ থাকিবে। জড়দেহধারী হওয়ার কারণে শিশু বাড়িয়া ক্রমে বালক হইবে, বালক বাড়িয়া ক্রমে যুবক হইবে এবং যুবক বাড়িয়া ক্রমে বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ ও স্থবীর হইবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ-তা'লা বলিয়াছেন:

و من نعمره ننكسه فى الخلق - افلا يعقلون -

অর্থাৎ "এবং যাহাকে আমরা দীর্ঘ জীবন দান করি, তাহাকে সৃষ্টির দুর্বল অবস্থায় ফিরাইয়া দিই। তাহারা কি তবে (এ কথা) বুঝিবে না?"

(সুরা ইয়াসীন—৫ম রুকু)।

আল্লাহ্-তা'লার এই বিধান অনুযায়ী বৃদ্ধ ক্রমে জরাজীর্ণ, নুব্জ দেহ, কুব্জপৃষ্ঠ ও স্থবীর হইতে বাধ্য। তাহার পর তাহার কি অবস্থা হইবে? মৃত্যু ছাড়া এ অবস্থা হইতে তাহার বাঁচিবার উপায় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বার মরণের কোন বিধান নাই। এ অবস্থায় তাহার উদ্ধারের কি গতি হইবে? আল্লাহ্-তা'লার জড় বিধানে তাহার এ অসহনীয় অবস্থা ভাল করিবার কোন পন্থাও লিখা নাই। পরিণামে শিশু, বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সকলে এক সময় স্থবীর হইয়া গিয়া যে বিভীষিকার রাজত্বের সৃষ্টি করিবে, তাহা কি পাঠক! আপনি কল্পনা করিতে পারেন? বেহেস্তও তখন ভীষণ দোযখে পরিণত হইবে। দোযখের ত কোন কথাই নাই।

ক্রমবিকাশের নিয়মে সৃষ্টির গতি সদা সম্মুখে।

আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরআনের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন :

الحمد لله رب العلمين ।

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্বসমূহের রব"। 'রব' শব্দের অর্থ যিনি বস্তুকে সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি হইতে পরিণাম পর্যন্ত ধাপে ধাপে উহার সকল প্রয়োজন মিটাইয়া যান। সুতরাং 'রব' শব্দের মধ্যে বস্তুর ক্রমঃ বিকাশের ধারায় অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আল্লাহ্-বিশ্বসমূহের রব বলিতে সারা সৃষ্টি ক্রম বিকাশের নিয়মের অধীন জানান হইয়াছে।

আল্লাহ্-তা'লার রাজ্য চির প্রগতিশীল। ক্রমঃ বিকাশের নিয়মে সৃষ্টি সদা সম্মুখের দিকে ধাইয়া চলিয়াছে। উহার পশ্চাতাপসরণ নাই। সময় সকলকে সদা সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আকাশে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারকা কাহারও গতি পিছনে নহে। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সম্মুখের দিকে চলিয়াছে। আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :

كل فى فلك يسبحون

অর্থাৎ "সকলেই কক্ষ পথে গতিশীল"

(সুরা ইয়াসীন—৩য় রুকু)

আমাদিগের পৃথিবীও স্থীর নহে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :

الم نجعل الارض مهدا ।

অর্থাৎ "আমরা কি পৃথিবীকে দোলনা করি নাই।"

(সুরা নবা—১ম রুকু)

দোলানা শব্দ পৃথিবীর গতিশীলতার সংবাদ দিতেছে। অচল জিনিষের নাম কখনও দোলনা হয় না। ইহা আজ প্রমাণিত সত্য যে সূর্য আপন গ্রহ উপগ্রহের পরিবার লইয়া আপন কক্ষপথে সম্মুখে ধাবমান। এই পরিবারকে লইয়া অনুরূপ অসংখ্য সূর্য পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশ্ব তারকা রাজি এক বৃহত্তর কক্ষে সম্মুখে চলিয়াছে। ঈদৃশ ভাবে গঠিত আমাদিগের বিশ্ব সহ অনুরূপ

বহুবিশ্বের সমন্বয়ে রচিত মহাবিশ্ব আবার আর এক মহা কক্ষে সম্মুখে গতিশীল। প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা ও বিশ্ব আপন আপন কক্ষ পথে চলিতে চলিতে নিজ নিজ কক্ষের পূর্ব পূর্ব স্থানে বার বার ফিরিয়া আসিতে দৃষ্ট হইলেও গ্রহের গতির সহিত উপগ্রহ, সূর্যের গতির সহিত গ্রহ ও উপগ্রহ, বিশ্বের গতির সহিত সূর্য পরিবার সমুহ এবং মহাবিশ্বের গতিতে বিশ্ব সমূহ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিত্য প্রগতিশীল ও সমপ্রসারণশীল। সৃষ্টির ধারা এই ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের দ্বারা আজ আমরা ইহা জানিয়াছি। কিন্তু এই প্রবাহের ব্যাপ্তি যে কতদূর, আমাদিগের আজও তাহা জানা হয় নাই। জানা না হউক, কিন্তু যে লক্ষ্যের জন্য ইহাদিগের সকলের অবিরাম যাত্রা সেই লক্ষ্য কে? কাহার জন্য সৃষ্টি অগ্রগতিশীল?

আল্লাহ্-তা'লা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন ঃ

يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا - والشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره - الا له الخلق و الامر - تبرك الله رب العلمين -

অর্থাৎ "তিনি রাত্রি দিয়া দিনকে আচ্ছাদিত করিয়া দেন, যাহা দ্রুত উহার পশ্চাৎধাবন করিতেছে। এবং সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে তাঁহারই আদেশে (মানবের) সেবায় বিনা পারিশ্রমিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই সৃষ্টি তাঁহারই এবং আদেশ তাঁহারই। আল্লাহ্ কল্যাণময়, যিনি বিশ্বসমূহের প্রভূ।"

و سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض جميعا منه -

অর্থাৎ "এবং আকাশ সমুহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে তিনি তাঁহার তরফ হইতে বিনা পারিশ্রমিকে তোমাদিগের খেদমতে লাগাইয়াছেন।"

(সুরা জাসিয়া—:য় রুকু)

উক্ত আয়েতে আল্লাহ্-তা'লা স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে, তিনি আপন কল্যাণকর করুণায় বিশ্ব সমূহকে বিনা পারিশ্রমিকে মানবের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। পাঠক! সীমাহীন মহাবিশ্বের মাঝে মানব কত ক্ষুদ্র, কত দুর্বল এবং কত অসহায়! তবুও কল্যাণময় আল্লাহ্ সীমাহীন বিশ্বকে ক্ষুদ্র এবং অসহায় মানবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মানবের অগ্রগতির সাহায্যের জন্যই সৃষ্টির সদা অগ্রগতি। সৃষ্টির সাক্ষাৎ লক্ষ্য মানব। মুখ্য লক্ষ্য আল্লাহ্-তা'লা।

অপর পক্ষে মানুষও ক্রমঃবিকাশের নিয়মে আগাইয়া চলিতেছে। এক যুগ ধরিয়া তাহার দেহ ক্রমঃবিকাশের নিয়মে পূর্ণতা ভাল করে। আর এক যুগ ধরিয়া তাহার বুদ্ধির ক্রমঃবিকাশ লাভ ঘটিতে থাকে এবং পরে নবীগণের

মারফৎ উহাতে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ হইয়া সে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে ক্রমশঃ আগাইয়া চলিয়াছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের চক্রাকারে ঘূর্ণনের মধ্যে উর্দ্ধবৃত্তে অগ্রগমন করিয়া নিম্ন বৃত্তে পশ্চাৎগমন করা সত্বেও যেমন সমষ্টিগতভাবে তাহারা এক মহালক্ষ্যের দিকে সদা আগাইয়া চলিতেছে, তেমনি যুগ পরিবর্তনের সহিত প্রত্যেক সভ্যতার চক্রে মানব উন্নতির যুগে অগ্রগমন করিয়া অবনতির যুগে পশ্চাতাপসরণ করিলেও প্রত্যেক জাতির উন্নতির দান রহিয়া গিয়া সমষ্টিগতভাবে মানবজাতি এক মহালক্ষ্যের দিকে সদা আগাইয়া চলিয়াছে। সেই মহা-লক্ষ্য কি? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون -

অর্থাৎ "আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করি নাই; পরন্তু এই জন্য যে, তাহারা আমার এবাদত করিবে।"

(সুরা জারিয়াত—৩য় রুকু)

সুতরাং মানব জীবনের মহালক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ-তা'লার এবাদত। সেই উদ্দেশ্য পুরণের সহায়তার জন্যই আল্লাহ-তা'লা সারা সৃষ্টিকে মানব সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু পরিণামে সৃষ্টি ও মানব সকলেরই সম্মিলিত গতি আল্লাহ-তা'লার দিকে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

و ان الى ربك المنتهى -

অর্থাৎ "এবং (সকল বিষয় ও বস্তু) পরিণামে তোমার রবের দিকে গতিশীল।"

(সুরা নজম—৩য় রুকু)

অমর লোক হইতে মানব শেষ বিচারের দিন মরলোকে ফিরিয়া জড়দেহে উঠিবে না।

মানুষও ক্রমবিকাশের নিয়মের অধীন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ-তা'লা বলিয়াছেন।

و قد خلقكم اطوارا

অর্থাৎ, "এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে ক্রমবিকাশের ধারায় সৃষ্টি করিয়াছেন।" বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মানবের জড় দেহের গঠনে পুর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার পর তাহার দেহে ক্রমঃ বিকাশের নিয়মে উন্নতির ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। মানব এখন জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার প্রগতির ধারায় গতিশীল। কিন্তু এ ধারার শেষ নাই। সুতরাং এ ধারায় তাহার যাত্রা জড় দেহে থাকিয়া বা জড় দেহ সহ সম্ভবপর নহে। তাই তাহাকে অসীম উন্নতির জন্য অসীম পরকালে যাত্রা করিতে হয়। একবার অসীমে যাত্রা করিয়া সে আর সসীমে ফিরিয়া আসে

না। ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তের দিকে তাহার যাত্রা। উল্টা পথে সে ফিরে না। ওপারের অসীম রাজ্যে আবার সে ক্রমঃ বিকাশের ধারায় অনাদি ও অনন্ত খোদার দিকে গতিশীল হইবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ

قالوا ان لله و انا اليه راجعون

অর্থাৎ বলঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।"

(সুরা বকর—১৯শ রুকু)

আল্লাহ্-তা'লার দিকে প্রকৃত যাত্রা তাহার পরলোকে প্রবেশের পর আরম্ভ হয়। এক বার মরণ সাগর পাড়ি দিয়া সে দ্বিতীয়বার মরণ মঞ্চে ফিরিয়া আসে না। একবার মরণের বেশ ছাড়িয়া দ্বিতীয়বার সে আর মরণ বেশ ছুইবে না। অমর দেহ ধারণের পর সে মরদেহে ফিরিবে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তা'লা এই কথাই নিম্নোক্ত আয়েতে বলিয়াছেন,

لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى -

অর্থাৎ "তাহাদিগকে সেখানে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করিতে হইবে না, প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতিরেকে।"

(সুরা দুখান—৩য় রুকু)

ইহার পর জীবনের নব নব স্ফুরণের আলোয় সে অনন্ত জীবন পথে ধাইয়া চলিতে থাকিবে। সুতরাং শেষ বিচারের দিনে অমর লোক হইতে মরলোকে ফিরিয়া মানবের জড় দেহে উত্থানের কোন সম্ভাবনাই নাই।

(ক্রমশঃ)

অনুগ্রহ পূর্বক 'আহ্মদী'র চাঁদা যাঁহার বকেয়া আছে, পরিশোধ করুন ; 'আহ্মদীর' নূতন গ্রাহক দিন।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar